১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইনের অন্তর্ভুক্ত

বাংলাদেশের প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি

Expatriates Development Society of Bangladesh

এর

সংঘ স্মারক

এবং

সংঘ বিধি

সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট ২০ অব ১৮৬০ মোতাবেক

ঢাকা এর
গ্রহনের তাং—
ডায়েরী নং—

বাংলাদেশের প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি

Expatriates Development Society of Bangladesh

সংঘ স্মারক

১। এই সংস্থার নামঃ

"বাংলাদেশ প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি" ~~অতঃপর যাহা "প্রবাসী সমিতি" বলিয়া অভিহিত হইবে।~~

২। এই সংস্থার রেজিষ্ট্রার্ড অফিসঃ

(ক) এইচ-৭২, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, মহাখালী, থানা-গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ। এই সমিতির প্রধান কার্য্যালয় বাংলাদেশের রাজধানীতে থাকবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের যে কোন স্থানে প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন ও শাখা অফিস খোলা যাবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদেশেও ইহার শাখা অফিস খোলা যাবে।

(খ) ইহার কার্যক্রম এলাকা সমগ্র বাংলাদেশ।

৩। এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; এই সমিতি একটি অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, বেসরকারী ও মানব- অরাজনৈতিক ~~ও মানব উন্নয়ন মূলক মানবাধিকার~~ প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের বিশ্বময় ঘোষনা এবং মানবাধিকার নীতি অনুসরন করে চলবে যাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবেঃ নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী-

ক) বিদেশে কর্ম প্রত্যাশী বাংলাদেশীদের প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে কর্ম উপযোগী করে গড়ে তোলা।

খ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কর্ম বাজার সম্পর্কিত তথ্য ও খবরা খবর সংগ্রহ এবং বাংলাদেশী চাকুরী প্রত্যাশীদের পরিবেশন ~~ও তথ্য ব্যাংকে সংরক্ষন।~~ করা।

গ) বাংলাদেশের চাকুরী প্রত্যাশীদের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতা মূলক কর্ম বাজারে প্রবেশে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা করা। প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষন, প্রবাসী সরকার ও দপ্তর সমূহে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, বৈয়ী আচরন প্রশমনে সহায়তার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশী বিশাল কমিনিটিকে সংঘবদ্ধ করে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে প্রবাসী দেশের জনগোষ্ঠিকে পরিচিত করানো ও বাংলাদেশের দারিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে প্রবাসী সহ বিদেশী সরকার ও বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করানো, বাংলাদেশীদের প্রবাসে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি এবং সর্বপরি বাংলাদেশের আর্ত-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রবাসীদের জন্য কাজ করা।

ঘ) বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের বিবিধ অসুবিধা দূরীকরনে সহায়তা করা; প্রয়োজনে আর্থিক ও আইনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রবাসীদের অসুবিধা সমূহ যেমন-বেকারত্ব দূরীকরন, বৈষম্যমূলক আচরন, আটক অবস্থা হইতে উদ্ধার, অসুস্থ ও মৃতদেহ সৎকার ও আনায়নে সহায়তা, মৃত ব্যক্তির কর্ম স্থল ও তার পরিবারের সর্ম্পক সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতিপূরন ও প্রাপ্য বীমা ও পাওনাদি আনায়নের ব্যবস্থা করা।

ঙ) বাংলাদেশীদের বৈদেশিক চাকুরীর প্রাপ্তির কাজের ও পরিবেশের উন্নয়ন, চিকিৎসা, বাসস্থান, খাবার, শিক্ষা, যাতায়াত ও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাস্তব সুবিধা ও অসুবিধাগুলি প্রবাসী বাংলাদেশীদের জানানো এবং বিভিন্ন সরকারী দায়িত্বশীল দপ্তর গুলির কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাজের মান উন্নয়ন, বিদেশে অবস্থানকে সহায়ক ও উন্নতর করা।

চ) প্রবাসীদের সহায়তায় বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারন, আন্তর্জাতিকভাবে তাদের স্বার্থ সংরক্ষন ও প্রতিষ্ঠিতকরনে সার্বিক কর্ম প্রচেষ্টা পরিচালনা করা।

ছ) প্রবাসী বাংলাদেশীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার সহ বিভিন্ন কর্তপক্ষের দেওয়া দায়িত্ব পালন করা।

জ) বাংলাদেশের বৈদেশিক চাকুরী প্রত্যাসী ও প্রবাসীদের সুযোগ সুবিধা, সম্ভাব্যতা, অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষনা, প্রচার, প্রকাশনা, পরিচালনা করা এবং অন্যদের এবিষয়ে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা এবং অভিভাষন প্রত্যাসী বাংলাদেশীদের জন্য বিভিন্ন দেশে কর্ম বাজার অনুসন্ধান, তদ সংগ্রহ সরবরাহ, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করা।

ঝ) বাংলাদেশী ও বিভিন্ন দেশের জনগোষ্টির মধ্যে ভাষা, সাংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশিক্ষন ব্যবসা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ভুমিকা রাখা এবং এভাবে বাংলাদেশীদের জন্য বিদেশে অনুকুল ভাবমূর্তি ও সুনাম সৃষ্টি করা।

ছ) দেশে ও বিদেশে সেমিনার ওয়ার্কসপ; প্রদর্শনী যাতায়াত, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, খেলাধূলা ইত্যাদি কর্মসূচীতে উৎসাহ দান, সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরন ও বিনিয়োগে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত পন্থায় যথাবিহীত ভুমিকা রাখা।

জ) প্রবাসীদের ভাষাকোর্স শিক্ষাদান, দূতাবাস, মন্ত্রনালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ভিসা প্রসেসিং ও এতদসংক্রান্ত পরামর্শ, প্রবাসী পরিবারের সদস্যদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও আইনগত পরামর্শ, সহযোগিতা প্রদান এবং বাংলাদেশ হইতে সংশ্লিষ্ট প্রবাসী দেশে স্পনসর, কাজের মাধ্যম ও বিজেনেস অভিবাসন সংক্রান্ত পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

ঝ) প্রবাসীদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সভা, সেমিনার, সম্মেলন, ওয়ার্কসপ, মতবিনিময় ভ্রমন সৌহাদ্যমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি ও বিবিধ সমস্যাবলী আলোচনা ও সমাধানের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বাৎসরিক ও অন্যবিধ সভা সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

ঞ) বিবিধ সেবা মূলক কর্মকান্ড যেমন মাদক প্রতিরোধ, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনবাসন, মাতৃসদন শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, পশুপাখির চিকিৎসা, পানি, সেনিটেশন, গ্রাম ও শহর এলাকার উন্নত চিকিৎসা,সেবা সহজলভ্য করা, দুস্থ, অসহায়দের আশ্রয় শিক্ষা ও পুনবাসন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইত্যাদি জনকল্যাণ মূখী কর্মসুচী বাস্তবায়ন করার উদ্দ্যোগ ও বাস্তবায়ন করা।

৫। আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতঃ

১) আয়ঃ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ অর্জনের জন্য উহার কর্মসূচী বাস্তবায়ের জন্য অর্থ একান্ত প্রয়োজন। সমিতির আয়ের উৎস হইবে নিম্নরূপঃ

ক) সদস্যদের তালিকাভূক্তি, ফি, চাঁদা ও এককালীন দান।

খ) বিভিন্ন সমাজ হিতেষী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারী অনুদান।

গ) দেশী বিদেশী বিবিধ শুভাকাঙ্খী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের দান ও আর্থিক সহায়তা।

ঘ) সমিতির বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয় ও মুনাফা।

ঙ) প্রতিষ্ঠানের বিবিধ উদ্যোগ ও গৃহীত প্রকল্প থেকে আয়।

চ) বহি, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও প্রচার প্রকাশনা হইতে আয়।

ছ) বিভিন্ন সেবা মূলক প্রশিক্ষন, ভিসা প্রসেসিং তথ্য ও বিবিধ সেবা মূলক কার্যক্রমে আয় ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ হইতে আয়।

জ) বিবিধ উৎস হইতে আয়, গ্রহণ, দান ও অনুদান ইত্যাদি।

২) ব্যয়ঃ বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী এবং প্রয়োজনীয় স্বল্প মেয়াদী কর্মসুচী বাস্তবায়নে বিবিধ উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়ের জমা তহবিল অত্র সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ও বিবিধ কর্মসূচী এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিবিধ পরিকল্পিত খাতে ব্যয় করতে পারবে। উহার আয় সদস্যদের মধ্যে লাভ বা বোনাস আকারে বন্টন করা যাবে না।

৬। অবসায়নঃ সাধারণ সভার তিন পঞ্চমাংশ (৩/৫) সদস্য/সদস্যদের ভোটে সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনে অত্র সমিতি অবসায়ন করা যাবে। আবসানের যাবতীয় খরচ বাদে দায়-দেনা পরিশোধ করার পর যদি কোন অবশিষ্ট সম্পদ থাকে তবে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে তাহা হস্তান্তর করা হইবে।

অত্র সমিতির বোর্ড অব গর্ভনর এর সদস্য/সদস্যাদের নাম ও পদবী নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

১।	শাহ্ মোঃ আহসানুর রহমান	-	চেয়ারম্যান
২।	শাহ্ মোঃ তাইফুর রহমান	-	ভাইস-চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক
৩।	মিসেস নাজতাহের	-	পরিচালক
৪।	কাজী মিজানুর রহমান	-	ঐ
৫।	মুখলেছুর রহমান	-	এ
৬।	ইসমত জাহান	-	ঐ
৭।	মোহসীনা কাওছার	-	ঐ
৮।	লায়লা রহমান	-	ঐ
৯।	মিলু রহমান	-	ঐ
১০।	সালমা পারভীন	-	ঐ
১১।	সাবিহা পারভীন	-	ঐ

১৮৬০ সালের সোসাইটিজ আইনের ২ (দুই) ধারা মতে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি।

নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও পেশা	জাতীয়তা	পদবী
১। শাহ্ মোঃ আহসানুর রহমান পিতা-মরহুম আলহাজ্ব শাহ্ মোঃ মতিউর রহমান ৫৮/১, কলাবাগান, ১ম লেন, থানা-ধানমন্ডি, ঢাকা, আইনজীবি	বাংলাদেশী	চেয়ারম্যান
২। শাহ্ মোঃ তাইফুর রহমান পিতা-মরহুম আলহাজ্ব শাহ্ মোঃ মতিউর রহমান সাং-তারুয়া, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মবাড়ীয়া, ঢাকা, ব্যবসা	ঐ	ভাইস-চেয়ারম্যান/ নির্বাহী পরিচালক
৩। মিসেস নাজতাহের স্বামী- এম. এ. তাহের ৯৭, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা,ব্যবসা	ঐ	সদস্য ৩
৪। কাজী মিজানুর রহমান পিতা-মৃত কাজী অলি আহম্মেদ এইচ-৭২, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, মহাখালী, ঢাকা, ব্যবসা	ঐ	সদস্য ৩
৫। মুখলেছুর রহমান পিতা-আলহাজ্ব কাজী বাদশা মিয়া সাং-ধর্মপুর, থানা-কসবা, জেলা-ব্রাহ্মবাড়ীয়া, ব্যবসা	ঐ	সদস্য
৬। ইসমত জাহান স্বামী-মুখলেসুর রহমান ৯৭, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ব্যবসা	ঐ	সদস্য
৭। মোহসীনা কাওছার পিতা-মরহুম মোহাম্মদ মহসীন ১৫৯, গ্রীণ রোড, থানা-ধানমন্ডি, ঢাকা, ডিজাইনার	ঐ	সদস্য
৮। লায়লা রহমান স্বামী-এস.এম.টি রহমান ৫৮/১, কলাবাগান, ১ম লেন, থানা-ধানমন্ডি, ঢাকা, ব্যবসা	ঐ	সদস্য
৯। মিলু রহমান পিতা- হাসমত খান বাড়ী # ১৩, রোড # ৮, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা, ব্যবসা	ঐ	সদস্য
১০। সালমা পারভীন স্বামী- বজলুর রহমান বাড়ী # ১৩, রোড # ৮, সেকশন # ৬, মিরপুর, ঢাকা, ব্যবসা	ঐ	সদস্য
১১। সাবিহা পারভীন পিতা-হাসমত খান বাড়ী # ১৩, রোড # ৮, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা, ব্যবসা	ঐ	সদস্য

আমরা কতিপয় ব্যক্তি যাহাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হইয়াছে, বাংলাদেশের প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি গঠন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অত্র সংঘ স্মারক এ স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও পেশা	উদ্যোক্তাগনের স্বাক্ষর	পদবী
১। শাহ্ মোঃ আহসানুর রহমান পিতা-মরহুম আলহাজ্ব শাহ্ মোঃ মতিউর রহমান ৫৮/১, কলাবাগান, ১ম লেন, থানা-ধানমন্ডি, ঢাকা, আইনজীবি		চেয়ারম্যান
২। শাহ্ মোঃ তাইফুর রহমান পিতা-মরহুম আলহাজ্ব শাহ্ মোঃ মতিউর রহমান সাং-তারুয়া, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকা, ব্যবসা		ভাইস-চেয়ারম্যান/ নির্বাহী পরিচালক
৩। মিসেস নাজতাহের স্বামী- এম. এ. তাহের ৯৭, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা,ব্যবসা	N. Taher	সদস্য
৪। কাজী মিজানুর রহমান পিতা-মৃত কাজী অলি আহম্মেদ এইচ-৭২, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, মহাখালী, ঢাকা, ব্যবসা	K.M.Rahman	সদস্য
৫। মুখলেছুর রহমান পিতা-আলহাজ্ব কাজী বাদশা মিয়া সাং-ধর্মপুর, থানা-কসবা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ব্যবসা		সদস্য
৬। ইসমত জাহান স্বামী-মুখলেসুর রহমান ৯৭, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ব্যবসা		সদস্য
৭। মোহসীনা কাওছার পিতা-মরহুম মোহাম্মদ মহসীন ১৫৯, গ্রীণ রোড, থানা-ধানমন্ডি, ঢাকা, ডিজাইনার		সদস্য
৮। লায়লা রহমান স্বামী-এস.এম.টি রহমান ৫৮/১, কলাবাগান, ১ম লেন, থানা-ধানমন্ডি, ঢাকা, ব্যবসা		সদস্য
৯। মিলু রহমান পিতা- হাসমত খান বাড়ী # ১৩, রোড # ৮, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা, ব্যবসা	Milu Rahman	সদস্য
১০। সালমা পারভীন স্বামী- বজলুর রহমান বাড়ী # ১৩, রোড # ৮, সেকশন # ৬, মিরপুর, ঢাকা, ব্যবসা	Salma Pervin	সদস্য
১১। সাবিহা পারভীন পিতা-হাসমত খান বাড়ী # ১৩, রোড # ৮, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা, ব্যবসা		সদস্য

সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০ এর ....৬. ধারামতে গৃহীত হইল।

নিবন্ধক

MD. MOSTAFA
B.Com. I.T.P.
LAW & TAX CHAMBER
Room No-201, 2nd Floor
28, Dilkusha C/A.
Dhaka-1000, Phone : 9559971

S. K. SIKDER
Advocate
B.Com (Hons) M. Com LL.B
Law & Tax Chamber
28, Dilkusa Room No-201
Dhaka. Ph-9559971

সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ২০ অব ১৮৬০ মোতাবেক

বাংলাদেশের প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি

Expatriates Development Society of Bangladesh

এর

সংঘ বিধি

১। <u>সদস্য পদঃ</u>

ক) সমিতির নিম্ন বর্ণিত প্রকার সদস্য থাকিবেনঃ

১) <u>প্রতিষ্ঠাতা আজীবন সদস্যঃ</u> সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে উহার সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধিতে স্বাক্ষরদানকারী এবং সমিতির প্রতিষ্ঠার সহিত জড়িত সদস্যগন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আজীবন সদস্য বলিয়া গন্য হইবেন। এইরূপ সদস্যগন সমিতির নির্বাচনে সকলপদে প্রার্থী হওয়ার ও ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

২) <u>আজীবন সদস্যঃ</u> অত্র সমিতির রেজিস্ট্রেশনের পর পুর্ন বয়স্ক কোন ব্যক্তি আজীবন সদস্যপদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। এইরূপ আজীবন সদস্য হইতে হইলে আবেদনকারী ব্যক্তিকে সদস্য পদে প্রস্তাবনা সমর্থনদানকারী অবশ্যই একজন প্রতিষ্ঠাতা আজীবন সদস্য হইতে হইবে বা এইরূপ সদস্যের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র আজবীন সদস্য হইবে। বোর্ড অব গর্ভনর লাইফ মেম্বার/আজীবন সদস্য পদ মঞ্জুর করিবেন। আজীবন সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে সমিতির কাজে নূন্যতম ১ লক্ষ টাকা অনুদান/চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। আজীবন সদস্য সমিতির নির্বাচনে সকল পদে প্রার্থী হওয়ার ও ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

৩) <u>সাধারণ সদস্যঃ</u> একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক সমিতির উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সমিতির সাধারন সদস্য পদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। এইরূপ আবেদন অবশ্যই একজন প্রতিষ্ঠাতা আজীবন সদস্য বা তাহার অনুপস্থিতিতে একজন আজীবন সদস্য

কর্তৃক প্রস্তাবকৃত ও সমর্থিত হইতে হইবে। একজন সাধারন সদস্য সদস্যভুক্তির ফি ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা এবং বার্ষিক ফি ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা প্রদান করিবেন। সাধারন সদস্য সমিতির নির্বাচনে সকল পদে প্রার্থী হওয়ার ও ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

৪) <u>সম্মানিত সদস্যঃ</u> বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষজ্ঞ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা সমিতির উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সমিতির জন্য অবদান রাখিতে সদস্য পদে আগ্রহী হইবেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের আবেদনক্রমে বোর্ড অব গর্ভনরস তাহাদের সম্মানিত সদস্যপদ প্রদান করিবেন। এইরূপ সদস্যগন আমন্ত্রনক্রমে বোর্ড অব গর্ভনরস এর সভায় যোগ দিতে পারিবেন তবে তাহাদের কোন পদে প্রার্থী হওয়ার বা নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার থাকিবে না।

৫) কোন সদস্য ২৪ (চব্বিশ) মাস যাবৎ সমিতির প্রাপ্য ফি অনাদায়ী রাখিলে সমিতির সদস্যপদ হারাইবেন এবং বকেয়াধারী সদস্য ভোটারের বা কোন পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা হারাইবেন।

খ) অত্র সমিতির সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধিতে স্বাক্ষরদানকারী এবং বোর্ড অব গর্ভনরস এর অন্তভূক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকে অত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা লাইফ মেম্বার বা আজীবন সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

গ) বাংলাদেশের একজন পুনবয়স্ক নাগরিক প্রবাসী উন্নয়ন সমিতির কার্যক্রমে আগ্রহী হলে উহার নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে অত্র সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য হলে বিবেচিত হবেন। তবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে সদস্য পদ অগ্রাধিকার পাবে।

ঘ) প্রবাসী উন্নয়ন সমিতির কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরন করে সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফি ও চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে দরখাস্ত করা যাবে।

ঙ) সদস্য পদের জন্য আবেদনকৃত দরখাস্ত সমূহ সমিতির কার্যকরী পরিষদ/বোর্ড অব গর্ভনর কর্তৃক যাচাই বাছাই করার পর গৃহীত হলে সদস্য পদ লাভ করা যাবে।

২। <u>সদস্য পদ বাতিল/বিলুপ্তিঃ</u>

নিম্ন বর্ণিত উপায়ে সমিতির সদস্য পদ বাতিল বা বিলুপ্তি ঘটিবেঃ

ক) সদস্যের মৃত্যুতে;

খ) বোর্ড অব গর্ভনরের নিকট লিখিত পদত্যাগ পত্র দাখিল ও তাহা গৃহীত হইলে;

গ) সমিতির স্বার্থের বিপরীতে কাজ করিতে দেখা গেলে;

ঘ) কোন সদস্য দেওলিয়া বা অপকৃতস্থ ঘোষিত হইলে।

৩। <u>সাংগঠনিক কাঠামোঃ</u>

অত্র প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি (ক) সাধারণ পরিষদ (খ) কার্যকরী পরিষদ বা বোর্ড অব গর্ভনর ও (গ) উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে, পর্যায়ক্রমে জেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবে এবং এজন্য বাংলাদেশের প্রবাসী উন্নয়ন সমিতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ক) <u>সাধারণ পরিষদঃ</u> সাধারণ সদস্যদের নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদই হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ইংরাজী বৎসরের ১লা দিন থেকে বৎসর গননা করা হবে। বৎসরে এ পরিষদের একটি বার্ষিক সাধারণ সভা/জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য অন্ততঃ ১ মাস (৩০ দিন) পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে "সাধারণ পরিষদের অতিরিক্ত সভাকে " অতিরিক্ত সাধারণ সভা বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

খ) <u>সাধারন পরিষদের কোরামঃ</u> সাধারণ পরিষদ সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হবে। কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতবী হলে পরবর্তী সভার জন্য কোরামের প্রয়োজন হবে না। এমনিভাবে যে কোন মূলতবী সভার জন্যও কোরামের প্রয়োজন হবে না। বার্ষিক সাধারন সভা, প্রতিবছর - একবার - উপস্থিতি ২২০।

৪। <u>কার্যকরী পরিষদ/বোর্ড অব গর্ভনরঃ</u>

ক) সমিতির বোর্ড অব গর্ভনরের সদস্যের সংখ্যা হইবে চেয়ারম্যানসহ নূন্যতম ৭ (সাত) জন এবং অনধিক ১৭ (সতের) জন। সাধারণ সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের ভোটে বোর্ড অব গর্ভনর বা কার্যকরী পরিষদের সদস্যগন নির্বাচিত হবেন। এ পরিষদের মেয়াদকাল হবে ৩ (তিন) বৎসর। বোর্ড অব গর্ভনর এর সদস্যগন সমিতির বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালককে সহায়তা করিবেন। প্রয়োজনে অত্র সমিতির সদস্য নহেন এমন এক বা একাধিক ব্যক্তিকেও বিশেষ দক্ষতা বা পেশাগত দক্ষতার জন্য বোর্ড অব গর্ভনরস এ অন্তভূক্ত করা যাবে।

খ) বোর্ড অব গভনরস বা কার্যকরী পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোঃ চেয়ারম্যান-১ জন, ভাইস চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক-১ জন, পরিচালক-১৫ জন। উপরোক্ত উপায়ে গঠিত বোর্ড অব গভনস সমিতির সদস্য বা সদস্য নয় এমন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে হইতে অতিরিক্ত ৩ (তিন) জনকে বোর্ড অব গভনস পরিচালক পদে কো-অপ্ট করা

যাবে, তবে এইভাবে কো-অপ্টকৃত সমিতির সদস্য নহে এমন পরিচালকের বোর্ড অব গভনরস এর সভায় অংশ গ্রহনের সুযোগ থাকলেও ভোটদানের অধিকার থাকবে না।

৫। **সভা আহ্বান ও সভাপতিঃ**

সমিতির চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক সমিতির সভা আহ্বান করিবেন এবং বোর্ড অব গভন্স এর সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

৬। **বোর্ড অব গভনরস এর কার্য্যাবলী ও ক্ষমতাঃ**

ক) সমিতির সংঘ স্মারকে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী অনুসরন বাস্তবায়ন, নির্দেশনা প্রদান, কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রন ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাদান করা।

খ) সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা।

গ) সমিতির বার্ষিক বাজেট, অতিরিক্ত সাপ্লেমেন্টারী বাজেট প্রনয়ন এবং আয়-ব্যয় হিসাব এবং ব্যালেন্স সিট তৈয়ার করা। সমিতির কার্য্যাবলীর ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রন।

ঘ) সমিতির উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, অত্র সংঘ স্মারকে বিধি বিধান অনুসরন এবং প্রয়োজনীয় বিধি ও উপবিধি ও নিদের্শনা প্রনয়ন, বাতিল সংশোধন এবং পুনস্থাপন।

ঙ) সমিতির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারন, কার্য্যাবলীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা দফা ও বিষয়ওয়ারী বন্টন এবং আর্থিক ক্ষমতা বোর্ড অব গভনরস এর সদস্যদের মধ্যে বন্টন ও নিয়ন্ত্রন।

চ) বোর্ড অব গভন্রস এর সদস্যগন ডাইরেক্টর বা পরিচালক বলিয়া অভিহিত হইবেন এবং বোর্ড অব গভনরস সম্মিলিত ভাবে ডাইরেক্টরস্ (Directors) মর্মে অভিহিত হইবেন।

ছ) সমিতির ডাইরেক্টর বোর্ড অব গভন্রস এর নিয়ন্ত্রনে নিজস্ব বিচার বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুসারে স্বীয় ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

জ) সমিতির বিবিধ কর্মসুচী বাস্তবায়নে পরিকল্পনা প্রনয়ন বাজেট নির্ধারন, হিসাব সংরক্ষন ও হিসাব নিরীক্ষনের জন্য অডিটর নিয়োগ করা।

ঝ) সংশ্লিষ্ট সরকারী, বে-সরকারী, স্থানীয় বৈদেশিক কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগযোগ রক্ষা করা।

ঞ) বোর্ড অব গভনরস এর শুন্য পদে সদস্য মনোনয়ন ও বিশেষ প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করা এবং কর্ম সম্পাদনের জন্য বোর্ড অব গভনরস এর সদস্যদের সম্মানী ও ভাতাদি নির্ধারন করা।

ট) সমিতির বোর্ড অব গভনরস এর পক্ষে কার্যক্রম নির্বাহী ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক। তিনি অন্যান্য দায়িত্বশীলদের কার্ডক্রমের সমন্বয় ও তদারক করিবেন। নির্বাহী পরিচালকের অবর্তমানে অত্র নির্বাহী কার্যক্রম ও ক্ষমতা সমিতির চেয়ারম্যান এর হস্তে স্বয়ংক্রিভাবে ন্যাস্ত হইবে।

ঠ) কোরামঃ ১/৩ (এক তৃতীয়াং) সদস্য উপস্থিত হইলে বোর্ড অব গভনরস এর সভার কোরাম হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ড) সভাপতি প্রয়োজনে কাষ্টিং ভোট প্রয়োগ করতে পারবেন।

৭। **এডাইজরী কাউন্সিল বা উপদেষ্টা পরিষদঃ**

দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। উপদেষ্টা পরিষদ প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরামর্শ দিয়ে বোড্ অব গভনরসকে সহায়তা করবেন। পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য বৎসরে অন্ততঃ একবার (১ বার) বোর্ড অব গভনরস সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সহিত মিলিত হবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক ১১ (এগার) জন হইবে।

৮। **বোর্ড অব গভনরস এর নির্বাচনঃ**

ক) বোর্ড অব গভনরস এর মেয়াদকাল তিন (৩) বৎসর হইবে। বোর্ড অব গভনরস এর মেয়াদকাল শেষ হওয়ার ২ (দুই) মাস পূর্বে নির্বাচন সিডিউল ঘোষণা করবে এবং একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহাকে সহায়তা করার জন্য অনধিক দুই জন নির্বাচনী কমিশনার কো-অপ্ট করতে পারবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার সমিতির সদস্য বা সদস্য নহেন এমন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যেমন আইন-উপদেষ্টা, অডিটর হইতে নিয়োগ করা যাইবে।

খ) বোর্ড অব গভন্স কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ২ (দুই) মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক সহযোগীদের নিয়ে নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করবেন। প্রস্তাব ও সমর্থনের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনীত হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত প্রার্থী থাকলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর ও গ্রহনের কার্য্যাবলী সমাপ্ত করতে হবে।

৯। **অতিরিক্ত সাধারণ সভাঃ**

সমিতির চেয়ারম্যান বা তাহার অনুপস্থিতিতে সমিতি ভাইস চেয়ারম্যান/এক্সিকিউটিব ডাইরেক্টর কম পক্ষে ৩/৫ (তিন পঞ্চমাংশ) সদস্যদের রিকুইজিশনক্রমে সমিতির অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন "এইরূপ সভার উদ্দেশ্য ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে নোটিশে বর্ণিত হইতে হইবে, তবে রিকুইজিনকৃত মিটিং কোরামের অনুপস্থিতিতে মিটিং বাতিল হইবে। এইরূপ সভায় তিন মঞ্চমাংশ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহা রেজুলেশন বহিতে যথাযথ রেকর্ডভুক্ত করিতে হইবে।

১০। **বোর্ড অব গভনরস এর সভাঃ**

ক) বোর্ড অব গভনরস প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৪ (চার) টি নিয়মিত সভায মিলিত হইবেন।

খ) বোর্ড অব গভনরস এর সভায় সমিতির চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন, তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক বোর্ড অব গভনরস এর সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

গ) বোর্ড অব গভনরস এর সভার কার্যবিবরনী সমিতির চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান এর অনুমোদিত ব্যক্তি রেকর্ডভুক্ত করবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদন ও সংশোধন করতে হবে।

ঘ) বোর্ড অব গভনরস এর সভায় যোগদান এর জন্য সদস্যদের যাতায়াত ও অবস্থান বাবদ ভাতা অনুমোদন ও প্রদান করতে পারবেন।

১১। বোর্ড অব গভনরস এর সভার নোটিশ লিখিত হইতে হইবে। সভার ৭ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হইবে ও নোটিশে সভার স্থান, সময় ও এজেন্ডা অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

১২। **চেয়ারম্যানঃ**

সমিতির বোর্ড অব গভনরস এর একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। জনাব শাহ্ মোঃ আহসানুর রহমান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হইবেন। সমিতির চেয়ারম্যান বোর্ড অব গভনরস এর সভা আহ্বান এবং উহাতে সভাপতিত্ব করবেন এবং নির্বাহী পরিচালক এর অনুপস্থিতিতে সমিতির প্রধান নির্বাহী কার্য্যাদি সম্পাদন করিবেন।

১৩। **ভাইস চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালকঃ**

ক) সমিতির বোর্ড অব গভনরস উহার প্রধান নির্বাহী অফিসার হিসাবে সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ করিবেন।

খ) জনাব শাহ্ মোঃ তাইফুর রহমান সমিতির প্রথম ও প্রতিষ্ঠাতা এক্সিকিউটিব ডাইরেক্টর হইবেন।

গ) সমিতির সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির আওতায় সমিতির নিয়মিত ও দৈনিন্দন ব্যবস্থাপনার জন্য নির্বাহী পরিচালক দায়িত্ব প্রাপ্ত থাকিবেন। সমিতির বোর্ড অব গভনরস এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাহার বিবিধ দায়িত্ব ও কার্য্যাবলী হইলে নিম্নরূপঃ

১) সমিতির সার্বিক প্রশাসন, পরিচালনা এবং সমিতির তহবিল ও সম্পদের সার্বিক সমন্বয়, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রন।

২) সমিতির স্বার্থে উহার পক্ষে যাবতীয় চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির শর্ত প্রতিপালন, সমিতির সম্পদ বিক্রয়, বন্ধক প্রদান, চার্জ সৃষ্টি করন, সমিতির সম্পদ বিনিয়োগ ব্যবহার বন্টন কার্য্যাদি প্রতিপালন।

৩) সমিতির জন্য এবং সমিতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ ও প্রতিষ্ঠানে সমস্ত কর্মচারী উপদেষ্টা ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ তাহাদের বেতন-ভাতা নির্ধারন ও প্রশিক্ষন প্রদান, নিয়োগকৃতদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারন, বন্টন এবং নিয়োগ প্রাপ্তদের কাজের তদারকী ও শৃঙ্খলাজনিত নিয়ন্ত্রন করা।

৪) সমিতির পক্ষে ও স্বার্থে যাবতীয় আইনগত কার্যক্রমে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করা, পরিচালনা, প্রতিদন্দ্বিতা বা বাতিল করা, আইনজীবি সহ যাবতীয় প্রতিনিধি নিয়োগ, বিরোধের মিমাংসা, সমিতির নামে ঋণ গ্রহন ~~দে প্রদান~~ সহ যাবতীয় আইন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন।

৫) সমিতির স্বার্থে সমিতির পক্ষে বা সমিতির বিপক্ষে দায়েরকৃত বিষয়ে কোন দাবী, পাওনার রোয়েদাদ এর বিষয়ে আর্বিট্রেশনে প্রেরন ও উহার এওয়ার্ড প্রতিপালন করা।

৬) সমিতির নির্বাহী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে তাহার দ্বারা লিখিতভাবে সমিতির অন্য কোন পরিচালককে নির্বাহী ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে স্বয়ক্রিয়ভাবে সমিতির চেয়ারম্যান যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী নির্বাহ করিবেন, তবে সমিতির নির্বাহী পরিচালক লিখিতভাবে সমিতরি এক বা একাধিক নির্বাহী কার্যক্রম সমিতির অন্য পরিচালকের বা অফিসারকে ন্যাস্ত করিতে পারিবেন।

১৪। **সমিতির তহবিল ও আয়ের উৎসঃ**

সমিতির তহবিল ও আয়ের উৎস হইবে নিম্নরূপঃ

ক) ডোনেশন, চাঁদা এবং ফি বাবদ সমিতির সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আয়।

খ) সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, এন.জি.ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হইতে অনুদান, সাহায্য, গ্রান্ট, ঋণ, তহবিল ~~ও ঋণ প্রকল্প~~ সাহায্য কনসালটেন্সি, পরামর্শ, বিবিধ সার্ভিস ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্তি। প্রকাশ থাকে যে কোন বিদেশী সাহায্য ও দান, ঋণ, অনুদান গ্রহনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালার/অধীনে হইতে হইবে।

গ) সরকার হইতে প্রাপ্ত মজুরী ও গ্রান্ট।

ঘ) সমিতি উহার সেবা ইত্যাদি প্রদানের উপর ফি চার্জ ইত্যাদি খাত হইতে আয়।

ঙ) সমিতির বিবিধ বিনিয়োগ ও প্রাপ্তি হইতে আয়; এবং

চ) অন্যান্য বিবিধ উৎস হইতে আয় ও প্রাপ্তি।

১৫। **সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রমঃ**

ক) সমিতির বিবিধ তহবিল ও অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ।

খ) কোনরূপ জামানত সহ বা জামানত বিহীনভাবে ঋণ, কর্জ, বিনিময় ঋন, প্রকল্প ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে সমিতির অর্থ সংস্থাপন।

গ) বিবিধ প্রকার তহবিল গঠন, পরিচালনা, রিজার্ভ ফান্ড, বিশেষ তহবিল, বীমা ফান্ড গঠন ও পরিচালনা এবং সমিতির স্বার্থে তদীয় ফান্ডের লাভজনক বিনিয়োগ।

ঘ) সমিতির বোর্ড অব গভনরস এর নিয়ন্ত্রনে সমিতি নির্বাহী পরিচালক উপরোক্ত সমস্ত তহিবল, ফান্ড, সমিতির যাবতয়ি স্থাবর-অস্থারব সম্পত্তির প্রশাসনিক ও বিলি বন্টনের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রয়োজনে আর্থিক বিষয়ে তাহার ক্ষমতা সমিতির দায়িত্বশীলদের মধ্যে অর্পন/প্রত্যাহার করতে পারবেন।

১৬। **সমিতির ব্যাংক একাউন্ট**

ক) সমিতির নামে প্রয়োজন অনুসারে যে কোন তফসিলী ব্যাংকে এক বা একাধিক ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও পরিচালনা করতে পারবেন। এইরূপ ব্যাংক হিসাব সমিতির এক্সিকিউটিব ডাইরেক্টর পরিচালনা করবেন। তবে প্রস্তাবক্রমে যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব খোলা ও পরিচালনা করতে পারবেন।

১৭। **সীলমোহরঃ**

সমিতির নামে সুনির্দিষ্ট সীলমোহর থাকিবে এবং বোর্ড অব গর্ভনরের অনুমোদক্রমে তাহা ব্যবহৃত হইবে।

১৮। **হিসাব সংরক্ষন ও অডিটঃ**

সমিতির হিসাব সংরক্ষন ও অডিট কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে পরিচালিত হইবেঃ

ক) সমিতির প্রধান নির্বাহী এক্সিকিউটিব ডাইরেক্টর/নির্বাহী পরিচালকের স্বাক্ষরে তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সমিতির নামে হিসাব পরিচালিত হইবে।

খ) নির্বাহী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে তাহার লিখিত ক্ষমতাপূর্ন বলে সমিতির অপর কোন পরিচালক বা অফিসার অথবা এইরূপ ব্যবস্থার, অনুপস্থিতিতে সমিতির বোর্ড অব গর্ভনরস এর রেজুলেশন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত সমিতির পরিচালক/অফিসার তাহা পরিচালনা করিবেন।

গ) সমিতির নির্ধারিত রশিদ ও ভাউচার এর মাধ্যমে যাবতীয় লেন-দেন নির্বাহ করিতে হইবে এবং অর্থ আদায়কারী বা প্রদানকারী সহ নির্বাহী পরিচালক বা তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেহ উহাতে অনুমোদন দিবেন।

ঘ) অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত কোন অডিটর বা সরকার স্বীকৃত কোন অডিট ফার্ম দ্বারা অত্র সমিতির সকল হিসাব পত্র বৎসরান্তে অডিট করিতে হইবে।

১৯। **সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি সংশোধনঃ**

ক) কোন সদস্য অত্র সমিতির সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির কোন সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনতে চাইলে সাধারন সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে লিখিতভাবে সমিতির চেয়ারম্যানকে জানাতে হবে যা পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করা হবে।

খ) সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধিতে যে কোন সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রস্তাব সাধারন সভায় উপস্থিত তিন পঞ্চমাংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পাশ করা যাবে।

২০। ইনডেমনিটিঃ

সমিতির কাজে স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অত্র সমিতির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরল বিশ্বাসে সমিতির কার্য্যে উহার তহবিল ও সম্পদ ব্যবহার করিতে যাইয়া যদি কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহা হইলে তাহাকে উক্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্য ব্যক্তিগত দায় হইতে রেহাই দেওয়া হইবে যদি না ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা দায়িত্বহীন কার্যকলাপ প্রমানিত না হয়।

২১। ~~ইনডেমনিটিঃ~~ অবসায়ন :

ক) অত্র সমিতির ~~বিলুপ্তির~~ অবসায়ন প্রয়োজন হলে সাধারন সভায় উপস্থিত তিন পঞ্চমাংশ সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় প্রস্তাব পাশের প্রয়োজন হবে।

খ) অত্র প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটিলে যাবতীয় দায়-দেনা পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্য প্রতিষ্ঠানে দান ও হস্তান্তর করা হবে।

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ইহা মূল গঠনতন্ত্রের অবিকল নকল

নাম	পদবী	স্বাক্ষর
শাহ্ মোঃ আহসানুর রহমান	চেয়ারম্যান	
শাহ্ মোঃ তাইফুর রহমান	ভাইস-চেয়ারম্যান/ নির্বাহী পরিচালক	
মিসেস নাজতাহের	সদস্য	

তারিখ .... ২০০২ইং

MD. MOSTAFA
B.Com. I.T.P.
LAW & TAX CHAMBER
Room No-201, 2nd Floor
28, Dilkusha C/A.
Dhaka-1000, Phone: 9559971,

S. K. SIKDER
Advocate
B. Com (Hons) M. Com LL. B
Law & Tax Chamber
28, Dilkusa Room No-201
Dhaka, Ph-9559971